অজানা বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস

"বুড়ী বালামের তীরে—

বুকের রক্তে সেদিন যাহারা রাঙালো ধরিত্রীরে—"

তাহাদেরই সহযাত্রী এক দুরন্ত পথিক সেদিন বৈশাখ অপরাহ্নের উজ্জ্বল দিবালোকে কলিকাতা মহানগরীর এক প্রধান প্রশস্ত রাজপথে বুকের রক্ত ঢালিয়া বিদায় গ্রহণ করিল এক অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে। পরিণত বয়সে জীবন যখন অস্তাচলের সীমায় আসিয়া অন্যমনা হইয়া মাত্র খানিকক্ষণের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন কেন তাঁহার এই অপমৃত্যু ঘটিল সে সমস্যা অপরের। মৃত্যুকে জীবন প্রভাতেই একদিন যে জীবনের সমস্যার তালিকা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পথ চলিতে চলিতে জীবনের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল মৃত্যু নিশ্চয় তাহার কাছে একটা ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু ছিল না। যে দুরন্ত পদাতিক অনন্তনাগের শিরশোভা লুণ্ঠন করিবার দুশ্চর অভিযাত্রায় একদিন হিংস্র সর্প বিবরকে পথ করিয়া পাতালপুরীর রাজ অন্তঃপুরের দিকে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছিল, গুপ্তঘাতকের হিংস্র আঘাত তাহাকে অতর্কিত বিস্ময়ে বা অসহনীয় বেদনায় অভিভূত করিতে পারে নাই নিশ্চয়। স্নেহ মমতার সমস্ত বন্ধন কাটাইয়া একলা চলিবার আহ্বান যাহারা শুনিতে পাইয়াছিল কৈশোর প্রভাতে,—"যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,"—"যদি সবাই করে ভয়" "যদি ডাক শুনে কেউ না আসে"—"যদি কেউ কথা নাহি কয়"।

তথাপি পথের সীমায় পৌঁছিবার তাগিদ যাহাদের সমস্ত যৌবন-কালকে গতির তাড়নায় নিরলস পথযাত্রায় ধাবমান রাখিয়াছে আকস্মিকতা, হৃদয়হীনতা, নির্ব্বান্ধবতা এ সবাইতো তাহাদের

পথের পাথেয় বা তাহাদের অস্বাভাবিক জীবন সংগ্রামের পুরস্কার হইবে জানিয়া বাহির হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মাস ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের অন্তর্গত সমাজ-ইশিবপুরের এক অজ্ঞাত অখ্যাত জীর্ণ কুটিরে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টমাসের গর্ভস্থ সন্তান। ভূমিষ্ঠ হইল এক কঙ্কালসার চর্ম্মাবশেষ ক্ষুদ্র শিশু। তাহার ক্ষীণকণ্ঠে উত্থিত ক্রন্দনধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় না। কপর্দ্দকশূন্য পিতামাতার এমন সামান্য সম্বল ও সঞ্চয়ও ছিলনা, যাহার দ্বারা গরুর দুধ কিনিয়া তাহারা তাহাদের এই নবজাত দুর্বল পঞ্চম সন্তানের উদর পূরণ বা পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে পারেন। ইহা বোধ হয় বিধাতারই নির্দ্দেশ—যে-শিশু বড় হইয়া আপনাকে সংগুপ্ত রাখিয়া নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে রজনীর নীরন্ধ্র অন্ধকারে লোকলোচনের অন্তরালে অনুচ্চ কণ্ঠে বিপ্লবের মন্ত্র কান হইতে কানে ছড়াইবেন, তাঁহার কণ্ঠ-কাকলি জন্মাবধি অনুচ্চ ও অস্পষ্ট হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের কোন বিধবা প্রতিবেশিনীর একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। তিনিই দয়া-পরবশা হইয়া এই অস্থিসার রুগ্নশিশুর আধ পোয়া দুধ সরবরাহ করিয়া শিশুটির জীবন রক্ষা করেন। বাংলার সমাজমাটি তখন শত শত প্রতিভার আবির্ভাব-অভ্যুদয়ের পলিমাটিতে অত্যন্ত উর্ব্বর। ধর্ম্মোপদেশ, রাজনীতির আলোড়ন, সমাজসংস্কারের সংঘাত ও অন্যান্য আন্দোলনের অনুকূল আবহাওয়া তখন বিপ্লবী মহানকর্ম্মীর আবির্ভাবের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বালক পূর্ণচন্দ্র। বাজিতপুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। এক বৎসর পর অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া তিনি মাদারীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। মাদারীপুর

Scanned with OKEN Scanner

ক্ষুদ্র সহরের উপকণ্ঠ বাহিয়া আড়িয়াল খাঁ নদীপ্রবাহিত। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছুটীর পর তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নদীতীরে এবং অন্যত্র ভ্রমণ করেন। বাঁধা ধরা পাঠ্য পুস্তকের অপেক্ষা এই সমস্ত কিশোর বন্ধুদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেই তিনি সমধিক আনন্দ উপভোগ করতেন। তথাপি তিনি ক্ষণে ক্ষণে গভীর উন্মনা। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত শত লোক পরিবৃত হইয়াও মাঝে মাঝে দুরান্তে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে গভীর তন্ময় হইয়া যাইতে দেখা যাইত। অধ্যয়ন, সতীর্থের সহিত আলাপ আলোচনা হাস্য পরিহাসে নিমগ্ন থাকিলেও সর্ব্বদাই তিনি এক উদাস ও নিরাসক্ত মন লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অতঃপর তিনি ১৯০৭ সালে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসেন। এখানেও যথারীতি বহু বন্ধু বান্ধব সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাদের মন জয় করেন ও তাঁহাদের উপর অসামান্য প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এই সময় কিছুদিন তিনি ধর্ম্মালোচনায় অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার মানসিক জগতে এক বিরাট সংঘাত চলিতে থাকে। একদিকে দেশের প্রতি মহান কর্ত্তব্য, অন্যদিকে ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার জন্য প্রবল আকর্ষণ। ইতিমধ্যে বাংলার কোন এক বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার দুর্ব্বল ও কৃশাঙ্গ দেহিকগঠনের জন্য বিপ্লবীর কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া উপেক্ষিত ও উপহাসাস্পদ হন। মনের গভীর দুঃখে তিনি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিবার জন্য সদ্‌গুরুর অন্বেষণে কাশীতে উপস্থিত হন। তথায় কোন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে, সন্ন্যাস জীবন তাঁহার জন্য নয়। উত্তর জীবনে তাঁহার বহু করণীয় কর্ম্ম রহিয়াছে। গভীর মনোদুঃখে

তিনি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুদিন নিজের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও আলোচনা করিয়া অবশেষে জীবনের নিশ্চিত ও ধ্রুব পথ ঠিক করিয়া ফেলিলেন ও মাদারীপুরের তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিপ্লব জীবনের অবিচ্ছেদ্য সহচর কালীপ্রসাদ ব্যানার্জ্জীকে তারযোগে কলিকাতায় আনিয়া আপন পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেই বিপ্লবীদল গঠন করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন।

নিয়তি যাহাকে বন্ধনবিবাগী করিয়া আপন হস্তে ললাটে বিভূতি লাঞ্ছন আঁকিয়া দিয়াছেন, ধর্ম্মের ক্ষণিক আকর্ষণ সমাজের বন্ধন, উত্তর জীবনের সুবর্ণ সম্ভাব্যতা এ সমস্তই তাঁহার নিকট অবাঞ্ছিত ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? বিপ্লবের অশোক ও অজয় মন্ত্র সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ধুইয়া মুছিয়া তাঁহাকে নিঃসঙ্গ ও একান্ত একক পথিক হিসাবে পথে দাঁড় করাইয়া দিল। অহোরাত্র তাঁহার ধ্যান জ্ঞান সাধনা হইল কি করিয়া জন্মভূমির পরাধীনতার কলঙ্ক মোচন করিয়া জীবনের স্বাধ্যায় ব্রত সমাপ্ত করিবেন।

সমস্ত যুবকের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল যেমন অপরিসীম, আপনার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে সৎকার্য্যে উদ্বুদ্ধ ও কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার শক্তিও ছিল তাঁহার অভাবনীয় ও একান্ত মৌলিক।

তাঁহার এই অনন্য সাধারণ নেতৃসুলভ কার্য্যতৎপরতার ফল ফলিতেও বিলম্ব হইল না। উত্তর জীবনে যে সমস্ত ফরিদপুরবাসী আপন আপন বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে স্বকীয় সাধনা ও মনোবলের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই সময় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শক্তি বর্দ্ধিত করেন ও কর্ম্ম প্রসারতায় সহযোগিতা করেন।

Scanned with OKEN Scanner

কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নকালে Mr. Manuk নামক কোন ইউরোপীয় সাহেবের বন্দুক চুরীর সম্পর্কে সন্দেহক্রমে শ্রীযুক্ত দাস গ্রেপ্তার হন। কিন্তু কিছুদিন পর প্রমাণাভাবে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইহা ১৯১০ সালের ঘটনা এবং ইহাই তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গ্রেপ্তার।

১৯১২ সাল। ইতিমধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পুলিশ কোন এক ডাকাতির সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে থাকে। চারিদিকে প্রবল জনরব, তাঁহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিবে। এই সংবাদ তাঁহার মাতার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সে জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই এবং তাহাতেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। মাতৃবিয়োগের পর নিশ্চয়ই তাঁহার শেষকৃত্য সমাপন করিতে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, এই প্রতীক্ষায় পুলিশ অহোরাত্র তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া অবস্থান করিতে থাকে। শ্রাদ্ধের নির্দ্দিষ্ট দিন আসিলে পূর্ণবাবু আপন হইতে আদালতে যাইয়া আত্মসমর্পন করেন ও পুলিশ কর্ত্তৃক গৃহ অবরোধ উঠাইয়া লইতে অনুরোধ জানান। সুদীর্ঘ ছয়মাস মামলা চলিবার পর এইবারও তিনি প্রমাণাভাবে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন এবং আদালত তাঁহার মুক্তির আদেশ দেন।

কিন্তু দেশ মাতৃকার চরণ বন্দনায়— "মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। যাঁহার দেশ মাতৃকার গলায় অহরহ পরাধীনতার শৃঙ্খল বাজিতেছে, তিনি কি করিয়া নিমেষের জন্যও কর্ম্মবিহীন হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবেন ? পুনরায় তিনি "ফরিদপুর ষড়যন্ত্র„ নামে খ্যাত এক বিরাট মামলায় অভিযুক্ত হইয়া গ্রেপ্তার হন। এই মামলার সম্পর্কে সন্দেহে ধৃত হইলেন পূর্ণচন্দ্রের অন্যান্য

সহকর্ম্মীঃ— ১। শ্রীকল্যাণ নাগ (পরবর্ত্তী কালে "হিন্দু মিশনের" প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ ২। শ্রীবিনোদ ব্রহ্মচারী (পরবর্ত্তীকালে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্বামী প্রণবানন্দ) ৩। শ্রীমনোরঞ্জন সেন ৪। শ্রীচিত্ত প্রিয় রায় চৌধুরী ৫। শ্রীনীরেন দাস গুপ্ত (এই তিন জনের নাম বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই তিন জনই বালেশ্বর শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত একত্রে পুলিশের সহিত খণ্ড যুদ্ধে শহীদ হন) ৬। শ্রীকালী প্রসাদ ব্যানার্জ্জী ৭। ৺ধীরেশ চক্রবর্ত্তী ৮। শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী ৯। শ্রীসন্তোষ দত্ত ১০। শ্রীসুরেন্দ্র মোহন সাহা ১১। ৺বিজয় চক্রবর্ত্তী ১২। শ্রীরাম দাস চক্রবর্ত্তী ১৩। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী ১৪। শ্রীকুল রঞ্জন মুখার্জ্জী ১৫। শ্রীআশুতোষ দাস ১৬। লাল মোহন সাহা এবং ১৭। শ্রীরসিক মোহন চক্রবর্ত্তী শ্রীসুরেশ রায় চৌধুরী শ্রীকালীপদ রায় চৌধুরী প্রমুখ ৬৫ জন যুবক। উপরিলিখিত ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭, ৮, ও ১৫ চিহ্নিত ব্যক্তিগণ সকলেই ঢাকার অধিবাসী। ইহা হইতে সহজেই প্রতিভাত হইবে যে এই সময় ফরিদপুর জিলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহার দ্রুত প্রসারশীল সংগঠন কার্য্য অন্যান্য জিলাতে তখন প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়ে ডাঃ শরৎ সাহা বহুভাবে সাহায্য করেন এবং সক্রিয় ভাবে দলের বিভিন্ন কাজে আত্ম নিয়োগ করেন।

এই মামলার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয় নাই। সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল মামলা চালাইবার পর সরকার পক্ষ হইতে আদালতে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু যে অদৃশ্য হস্তের নিপুণ পরিচালনায় ও অশ্রুত কারণে এই বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ফাঁসিয়া যায় তাহা এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। উপন্যাসের

কল্পনাও ইহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সরকার পক্ষের পুলিস প্রসিকিউটার ছিলেন স্বনামধন্য পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অশ্বিনী কুমার গুহ। তিনি পূর্ণ বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব কর্ম্মশক্তি, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও সংগঠনী প্রতিভা দর্শন করিয়া এতই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন যে তাঁহারই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া নিজেকে ধন্য ও বাধিত মনে করেন। তাঁহারই অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশল ও চাতুর্য্যপূর্ণ বিচক্ষণতার জন্যই পরিশেষে এই মামলা ও পূর্ব্ববর্ত্তী মামলাও ফাঁসিয়া যায়। প্রজ্জলিত আগুন নিভাইতে যাইয়া যে নিজের দেহেই আগুন লাগিবে ইহাই তো স্বাভাবিক।

ইহারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার ছলনাময় পাঠ্য জীবন চলিতেছিল। বস্তুতঃ পাঠ্য জীবনকে তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার সংগঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করেন এবং উত্তরোত্তর তিনি এক বিরাট সংগঠন-জাল রচনা করেন। মন যাঁহার অহরহ দেশ প্রেমের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিয়া যাইতেছে, ছাত্র জীবনে শান্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া পঠন অধ্যয়নে অভিনিবেশ স্থাপন করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

১৯১৪।১৫ সালে শ্রীযুক্ত দাস ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ বানার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন সাহার বিরুদ্ধে ১০৯ ও ১১০ ধারার মামলা দায়ের করা হয় এবং ইহাতে শ্রীযুক্ত দাস মুক্তি পান কিন্তু অপর দুইজনের কারাদণ্ড হয়। কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে চট্টগ্রামের কক্সবাজার নগরে অন্তরীণ রাখা হয়। বিভিন্ন কারাগারে বন্দী অবস্থায় অবস্থানের পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসন-তন্ত্রের প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণার পর অন্যান্য বহুরাজবন্দীর সহিত তিনিও মুক্তিলাভ করেন।

এই সময় ভারতের তথা বাংলার রাজনীতির রঙ্গালয়ে মুহূর্মুহু পটপরিবর্ত্তন হইতেছে। জালিয়ানাওয়ালবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের রাজনৈতিক আকাশ সমগ্র দেশবাসীর রোষ নিঃশ্বাসে আবিল হইয়া উঠিয়াছে। তিলকের মৃত্যুতে রাজনীতি ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড শক্তিধরের অপরিহার্য্য প্রভাব তিরোহিত হইল। গান্ধীজির নেতৃত্বে রাজনীতির নূতন গতিস্রোত প্রবাহিত। তিলক স্বরাজ-তহবিলে এককোটী টাকা চাঁদা তুলিবার প্রচণ্ড পণ লইয়া সমগ্র দেশ উন্মুখ। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের খিলাফৎ আন্দোলনের শক্তিশালী স্রোত সম্মিলিত হইয়াছে। গান্ধীজী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ করতলগত করিয়া দিবেন বলিয়া শপথ লইয়াছেন।

এই পটভূমিতে শ্রীযুক্ত দাস দলবল সহ মুক্তি পাইয়া নূতন খাতে তাঁহার প্রতিভা ব্যাপকতর ভাবে প্রবাহিত করিতে বদ্ধ পরিকর। রাজনীতিক জীবনে এই সময় কিছুদিনের জন্য তাঁহার আদর্শের জন্য দেশবন্ধু দাসের মত প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সহিত সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

এই সময় বহুদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে মেরুদণ্ডহীন, উদ্দেশ্য শূন্য, উচ্ছৃঙ্খল জনতা লইয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সুশৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত, সামরিক মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন করিতে না পারিলে সুসমৃদ্ধ ও সুসংহত জাতি প্রস্তুত হয় না। এবং ইহার অভাবেই কোন আন্দোলনও সাফল্য মণ্ডিত হয় না। এই পরম প্রত্যয় ও প্রতীতি লইয়া তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনে অন্যান্য কর্ম্মী লইয়া আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমান অর্থ সম্ভারের। কলিকাতা নগরীর প্রকাশ্য রাজ-

পথে শীতাতপ উপেক্ষা করিয়া একদিকে যেমন চলিল সদলবলে সামরিক কুচকাওয়াজ, অপরদিকে তেমনি চলিল বিভিন্ন সূত্রে অর্থ সংগ্রহের বিপুল উদ্যম।

এদিকে দেশবন্ধু তাঁহার দলবল লইয়া তিলক স্বরাজ তহবিলে অর্থ সংগ্রহে ব্যাপকভাবে লোকবল নিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এই বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহকারীর দুইদলে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দেশবন্ধু মৌখিক ভাবে বাধা দিলেন এবং পরে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে শ্রীযুক্ত দাসের প্রয়াসকে বাধা দিয়া আবেদন প্রকাশ করায় তিনি তাঁহার এই কার্য্যপদ্ধতি সংবরণ করিয়া লন এবং তখন মাদারীপুরে যাত্রা করেন।

মাদারীপুর ও স্বগ্রামে তিনি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন তাহা এতদিন ধরিয়া ফল্গুস্রোতের মত অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিল। তাঁহার স্বগ্রামে তিনি যে হরি সভা ও Juvenile Club এর মাধ্যমে যুবকদের সহযোগিতায় সংঘশক্তি গড়িয়াছিলেন তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল।

শ্রীযুক্ত দাসের মাদারীপুর প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল যুবক সংঘ ও সংস্থা নূতন প্রাণস্পন্দিত ও কর্ম্মমুখর হইয়া উঠিল। তাঁহার আবাল্য সুহৃৎ ও সহপাঠী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দাস অশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই সংঘগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীযতীন ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্র মোহন সাহা, সুরেন কর রায়, জীবন সরকার, অমলেন্দু দাসগুপ্ত, প্রফুল্ল চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর দাস, জীবন মিশ্র, শ্রীপঞ্চাননচক্রবর্ত্তী শ্রীপ্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জী, শ্রীবামন দাস চক্রবর্ত্তী, ~~শ্রীসুরেন্দ্র সাহা~~, শ্রীবিজয় দত্ত প্রভৃতি বহু দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী যুবক কর্ম্মী তখন তাঁহাকে

কেন্দ্র করিয়া স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন করিলেন। ইহাই বাংলা দেশে "শান্তি সেনা" নামে পরিচিত। এই শান্তি সেনা তৎকালে, কর্ম্ম-কুশলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরোপকার, সেবাপরায়ণতা ও সামরিক শৃঙ্খলার জন্য সমগ্র বাংলা দেশে অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। কলিকাতায় তিনি এই বাহিনী মনোমত করিয়া গঠন করিতে বাধা পাইলেও সমগ্র প্রদেশে উহার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারিলেন।

এদিকে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা আসিলেন ও দেশবন্ধু দাসের মারফৎ সমস্ত বিপ্লবী শক্তির নিকট আবেদন জানাইলেন, তাঁহাদের বিপ্লবাত্মক কার্য্যপদ্ধতিতে বিরতি দিয়া তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনে সহায়তা ও সহযোগিতা করিতে। দেশবন্ধু পূর্ণ বাবুকে সংবাদ দিয়া কলিকাতা আনিলেন ও B. P. V. C. (Bengal Provincial Volunteer Corp.) নাম দিয়া এক বৃহত্তর স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য গঠন করেন। পূর্ণ বাবুর ঐ শক্তিশালী শান্তিসেনা এই বৃহত্তর বাহিনীর অঙ্গীভূত হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

করাচীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর "soldiers quit" resolution সারা ভারতে পাঠকরিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে শ্রীযুক্ত দাস কারারুদ্ধ হন এবং ফরিদপুর জেলে শ্রীযুক্ত সুরেন বিশ্বাস, তমিজুদ্দিন খাঁ প্রভৃতির সহিত আবদ্ধ থাকেন। এই সময় দুইটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা তাঁহার কারাজীবনের মানসিক অবস্থার উপর এক বেদনা দায়ক রেখা রাখিয়া যায়। প্রথম ঘটনা ঐ সালে মাদারীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ২। শ্রীপ্রফুল্ল চাট্যার্জ্জী ৩। শ্রীভবেশ রায় চৌধূরী ৪। শ্রীবিজয় দত্ত ৫। শ্রীপুলিন গাঙ্গুলী বহিষ্কৃত হন। ইহাতে

তাঁহাদের ভবিষ্যৎ পাঠ্য জীবনের উপর পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনা হইতেছে, ফরিদপুর জেলে শ্রীপঞ্চানন বাবু ও শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সিংহ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জি, পি, হগের আদেশে কারাভ্যন্তরে তাঁহারই উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন। এই ঘটনা সমগ্র বাংলা তথা ভারতের সমস্ত জননেতার চিত্তে এক মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ইহার কঠোর সমালোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত দাস পুনরায় কলিকাতা আসেন। এবং এই সময় দেশবন্ধু তারকেশ্বরের মোহান্তেরবিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অভিযানের পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

এই মোহান্ত তারকেশ্বর মন্দিরে অত্যাচারী শাসকের মত ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত যদৃচ্ছ স্বৈরাচারে মন্দিরের পূজানুষ্ঠানের পবিত্রতা পদদলিত করিতেছিলেন। সমস্ত দেশ তখন তাঁহার অত্যা-চারে অতিষ্ঠ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস তখন স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী লইয়া দেশবন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিদিন সত্যাগ্রহের দুর্নিবার অভিযান চলিল ও শত শত যুবক কারাগারে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে পূর্ণ বাবু দিনাজপুরে যুব-সম্মেলনে আহুত হইয়া তথায় গমন করেন এবং বক্তৃতা দিবার কালেই তিনি গ্রেপ্তার ও বন্দী হন। এই সময় তিনি নেতাজীর সহিত বন্দী দশায় সুদূর ব্রহ্মের ইনসিন, মান্দালয় প্রভৃতি জেলে অবস্থান করেন।

পুনরায় তিনি ১৯২৭ সালে মুক্তি লাভ করেন।

একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মানুষের সাধনা কখনও বৃথা যায় না। ফল পাইতে বিলম্ব হইতে পারে, মানুষের কোন নূতন আদর্শ গ্রহন করিতে বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু সাধকের অধীর হইলে

সাধনা ব্যর্থ হয়। শ্রীযুক্ত দাসের মত অন্যান্য বহু বিপ্লবী দীর্ঘদিন ধরিয়া পুনঃপুনঃ কারাগারে অবস্থান করিতেছেন এবং পুনরায় মুক্তি পাইয়াই কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য দেশের যুবকগণ অনুধাবন করিল। বাংলার সর্ব্বত্র আখড়া সংঘ ও বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক চর্চ্চা মূলক ক্লাব গড়িয়া উঠিল। ঐ সমস্ত সংঘ শ্রীযুক্ত দাসকে এই সময় আহ্বান করিয়া সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিল।

১৯২৭।২৮ সালে ত্রিপুরা যুব সম্মিলনী, উত্তর কলিকাতা যুব সম্মিলনী, কালীঘাট যুব সম্মিলনী এবং চন্দন নগর যুব সম্মিলনী এই সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত যুব সম্মেলনে শ্রীযুক্ত দাসের অভিভাষণ যুব চিত্তজগতে যে কী পরিমাণ ক্রিয়া করিয়াছিল পরবর্ত্তী কার্য্য কলাপ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই তাহা প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত অভিভাষণ তৎকালে বহু মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়; সেই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে বিরাট ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন, তাহাতে সুভাষবাবু জি, ও, সি, এবং শ্রীযুক্ত দাস ও, সি, নিযুক্ত হন। সম্পূর্ণ সামরিক শৃঙ্খলায় সভাপতি নেহেরুর শোভাযাত্রা হাওড়া হইতে পার্কসার্কাস ময়দান পর্য্যন্ত পরিচালনা এবং তিনদিন ব্যাপী সমগ্র সভাধিবেশনের কার্য্যপরিচালনা ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য্যে যে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় উহারা প্রদান করেন, তাহা চিরদিন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ যুগপৎ উত্তাল সমুদ্রের মত আলোড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত

Scanned with OKEN Scanner

দাস বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রথম সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সমগ্র বাংলায় আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত দাসের সহ কর্ম্মীবৃন্দ বাংলা দেশের বিভিন্ন জিলায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

গান্ধীজির গণ-আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবীদল যোগদান করিয়া মূল রাজনৈতিক মতবাদ ও উদ্দেশ্যকে যাহাতে সম্পূর্ণ সার্থক রূপদান করা যায় তাহার জন্য মনে প্রানে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৯৩১ সালে শ্রীযুক্ত দাস পুনরায় রাজবন্দী হন এবং ১৯৩৮ সালে মধ্যভাগে মুক্তিলাভ করেন এবং পুনরায় এই সময় শ্রীযুক্ত দাস কারাগার হইতে বাহির হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজবন্দীদের গ্রাসাচ্ছাদন ও অর্থোপার্জ্জনের চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। শ্রীচুনী লাল ঘটকের ২০ নং নীলমনি দত্ত লেন গৃহে তাহার কর্ম্ম কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহার নূতন কর্ম্ম প্রণালীর রূপ দান করিতে অগ্রসর হন। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে লবণ সত্যাগ্রহ, দীপান্তর, ফাঁসী, কারাবরণ ও বিনা বিচারে বন্দীরূপে শ্রীযুক্ত দাসের দলের অন্যূন ৫ সহস্র কর্ম্মী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রাককালেই শ্রীযুক্ত দাস পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং বক্সাদুর্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দীনিবাসে অবস্থান করার পর অবশেষে ১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে মুক্তি পান। ভারত ছাড় আন্দোলনের পূর্ব্বে সুভাষ চন্দ্র তিনবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়া যখন কংগ্রেস হইতে

Scanned with OKEN Scanner

বাহির হইয়া ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপন করেন তখন শ্রীযুক্ত দাস সুভাস চন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করেন।

একদিকে সুভাষ চন্দ্র সমগ্র ভারতের সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনে ব্যাপৃত, অন্যদিকে শ্রীযুক্ত দাসের সমগ্র সহ-কর্ম্মীদল সুভাস বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তাঁহার এই কার্য্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাহার অন্যতম কর্ম্মী শ্রীফণী মজুমদার, নলিনী গুহ, পুষ্প চ্যাট্টার্জ্জী, রমেশ দত্ত, সনৎ চ্যাটর্জ্জী প্রমুখ কর্ম্মীগণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুশীলন সমিতি নিয়মানুগভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান না করিলেও ইহার আর, এস, পি অংশ সর্ব্বতোভাবে সুভাষ বাবুর সহিত ফরোয়ার্ড ব্লকে সহযোগিতা করেন।

১৯৪০ সালে জুলাই মাসে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে সুভাষ চন্দ্র যখন বাংলার মিথ্যা কলঙ্কের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ ডাল-হৌসীস্থিত হলওয়েল মনুমেণ্ট উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন শ্রীযুক্ত দাসের দলভুক্ত অগণিত কর্ম্মী সুভাস চন্দ্রের এই আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

১৯৪৬ সালে শেষবারের মত কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি সমগ্র ফরিদপুর জেলা পরিভ্রমণ করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষে ও নেতাজীর পক্ষে লোকমত সৃষ্টি করিবার জন্য বক্তৃতা দেন ও অবশেষে ঢাকা উপনীত হইলে তথায় তাহার দলের কর্ম্মী-বৃন্দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যে শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা করা হয় তাঁহার জন্য শ্রীরঙ্গলাল সাহা, শ্রীরাতুল ঘোষ প্রমুখ শ্রীদাসের তত্রত্য কর্ম্মীগণ অভুতপূর্ব্ব সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দাস কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাজবাড়ীতে অবতরণ করিলে তত্রত্য তাঁহার দলীয় সহস্র সহস্র কর্ম্মী বিপুল সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। রাজবাড়ীর চির নির্য্যাতিত স্বদেশপ্রেমিক ও ব্যবহারজীবী শ্রীনরেশ বসু, শ্রীনীরদ দাস, শ্রীনীরদ সেন, ফণী রায় প্রভৃতি কর্ম্মীদল এই বিপুল সম্বর্দ্ধনা সার্থক করিয়া তোলেন।

দেশ বিভাগের পর লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গবাসী নীড়হারা বিহঙ্গের মত বাস্তুভিটা ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে আগমন করিতে থাকে। তাঁহাদের এই উৎসাদিত জীবনের পুনর্ব্বাসনের জন্য তিনি বঙ্গীয় পুনর্ব্বাসন বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসাবে বাস্তুহারাদের অশেষ মঙ্গল বিধানে নিরত ছিলেন।

পরিপূর্ণ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে মহাশক্তিধর ও বিপ্লবী পুরুষ সমগ্র বাংলা দেশে এক নবতন অগ্নিযুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, যাঁহার পদসম্পাতের তালে সহস্র কর্ম্মীর দল বীরপদভরে পরম প্রত্যয়ের বিজয় পতাকা বুকে বাঁধিয়া মরণ তীর্থে যাত্রা করিয়াছে যাঁহার নয়নইঙ্গিতে কয়েক যুগ ধরিয়া অগণিত দেশপ্রেমিক ফাঁসির রজ্জুকে বরমাল্য বলিয়া গলদেশে গ্রহণ করিয়া মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়াছে, সেই চির চঞ্চল, বলদর্পী বৃটিশের ত্রাস সঞ্চারকারী মহাত্যাগী, সাধক, কর্ম্মী, মন্ত্রণাকুশল, দুরদর্শী রাজনৈতিক, দেশগতপ্রাণ পূর্ণচন্দ্র দাস ভাগ্যলিপির অমোঘ নির্দ্দেশে বিংশ শতাব্দীর লক্ষলোকঅধ্যুষিত মহানগরীর প্রকাশ্য জন বহুল রাজপথে দিবালোকে পথভ্রষ্ট আততায়ীর ছুরিকাঘাতে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যভার তাঁহার অগনিত ভক্ত অনুরক্ত কর্ম্মী ও ও সহকর্ম্মীর দল তাহাদের বলিষ্ঠ স্কন্ধে তুলিয়া লইবে ইহাই আমর

আশা করি। বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় হাসপাতাল হইতে সংবাদ পাইয়া শ্রীচুণীলাল ঘটক তাহার ২০-বি মহিম হালদার ষ্ট্রীটের বাসা হইতে তড়িৎগতিতে হাসপাতালে যান এবং দেখেন শ্রীযুক্ত দাসের প্রাণহীন দেহ নিস্পন্দ অবস্থায় শয়ান রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঘটক অশ্রুরুদ্ধনয়নে গৃহে ফিরিয়া প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট টেলিফোন যোগে এই শোচনীয় সংবাদ প্রদান করিলে তিনি সমস্ত প্রকার তথ্যানুসন্ধানের ভার লন ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তথায় প্রেরণ করেন। কয়েকজন মন্ত্রী ও বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে যাইয়া শ্রীযুক্ত দাসকে দেখিয়া আসেন।

এই সংবাদ দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পরদিন প্রত্যুষে সংবাদ পত্রে এই সংবাদ নগরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগর ও নগরোপকণ্ঠস্থিত সহস্র সহস্র নরনারী মৃত দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিতে রওনা হন।

শবাধার শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীচুণীলাল ঘটকের বাসগৃহ মহিমহালদার ষ্ট্রীট হইতে রওনা হইয়া শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড ধরিয়া বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস অফিসের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন। তথা হইতে ল্যান্সডাউন রোড, গড়িহাটা, মনোহর পুকুর নিজ বাসভবনে যায় এবং পরে যাদবপুর, রামগড় প্রভৃতি সমস্ত উদ্বাস্তু পল্লী পরিক্রমা করিয়া বিকাল চারঘটিকায় কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে উপনীত হন।

কলিকাতা পৌর সভার সভ্য শ্রীচিত্ত চ্যাটার্জ্জী ও কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জ্জী শ্মশানকৃত্যের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যথাসময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান হরিনারায়ণ দাস মুখাগ্নি করেন।

মহাশ্মশানে সহস্র সহস্র শোকাভিভূত অনুগামী ও সহকর্ম্মীবৃন্দের সম্মুখে, অর্ধশতাব্দী ব্যাপী যে মহাবীর বাংলার বিপ্লব জীবনে অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়।

"বন্দেমাতরম্"

পূর্ণ-অভিনন্দন

(গান *)

এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র ! এস পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ !
ভেদ করি' পুনঃবন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ !
এস অনাগত নব-প্রলয়ের মহাসেনাপতি মহামহিম !
এস অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

ছয়বার জয় করি কারা-ব্যুহ রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ !
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের-মুক্ত-বাঁধ ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি ফণীমনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী !
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলী !
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার ! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি !
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমার ধংস-মার
এস অষ্টমী পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার !
এস অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারী !
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এস প্রতাপের হারা-তরবারি !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ !
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ ।
জয় বাঙালার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি' মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিত ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচোল,
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা "কইরে আমার দুলাল কই ?"
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

মোছ আঁখি-জল, এস বীর ! আজ খুঁজে নিতে হবে আপনমায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া হায় ।
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদেরমা স্বদেশ ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

এস বীর ! এস যুগ-সেনাপতি ! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্গার গিরি অগ্নি-ধূম ।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দীর আঁখি জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারীর ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকে মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

Scanned with OKEN Scanner

গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর।

---

* মাদারীপুর শান্তি-সেনা বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে কাজী নজরুল ইস্‌লাম কর্তৃক রচিত।

Scanned with OKEN Scanner